হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী রিভিশনাল অধিক্ষেত্র)
উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী রিভিশন নং- ৭২১/২০০৬

মোঃ দুলাল উদ্দিন

-----দরখাস্তকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র

-------প্রতিপক্ষ।

এ্যাডভোকেট মোঃ আশরাফুল ইসলাম

--- দরখাস্তকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে
এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল
এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

------রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে

শুনানীর তারিখঃ ০২.০২.২০২৩, ১৬.০২.২০২৩
এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ২২.০২.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, প্রথম আদালত, টাংগাইল কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মামলা নং- ১৪২/২০০২-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৪.০৯.২০০৩ তারিখের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে অত্র ফৌজদারী রিভিশন।

অত্র মোকদ্দমাটি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরন এই যে,

বিজ্ঞ ১ম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেট, টাংগাইল কর্তৃক জি. আর. মামলা নং- ৩৭৬(২)১৯৯৮ (দন্ডবিধি ধারা ৩৭৯/৩৮০/৪২৭) শুনানী অন্তে বিগত ইংরেজী ০৭.০৯.২০০২ তারিখে প্রদত্ত রায় ও দন্ডাদেশে আসামী- ১। মোঃ মান্নান, ২। মোঃ হেলাল উদ্দিন ও ৩। মোঃ দুলাল উদ্দিনকে দন্ডবিধির ৩৭৯/৩৮০ ধারায় দোষী সাব্যস্থ করে আসামীদেরকে দন্ডবিধির ৩৭৯ ধারার অপরাধের জন্য প্রত্যেককে ০৬ (ছয়) মাসের সশ্রম কারাদন্ড ও দন্ডবিধির ৩৮০ ধারার অপরাধের জন্য প্রত্যেককে ০১ (এক) বছর সশ্রম কারাদন্ড ও প্রত্যেককে ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা জরিমানা অনাদায়ে প্রত্যেককে আরো ০৬ (ছয়) মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		উপরিল্লিখিত রায় ও দন্ডাদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে আসামী- মোঃ দুলাল উদ্দিন ফৌজদারী আপীল মামলা নং-১৪২/২০০২ দাখিল করলে বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, প্রথম আদালত, টাংগাইল শুনানী অন্তে বিগত ইংরেজী ২৪.০৯.২০০৩ তারিখে আপীলটি না-মঞ্জুর করেন। অতঃপর উপরিল্লিখিত রায় ও আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে অত্র আসামী-দরখাস্তকারী অত্র ফৌজদারী রিভিশন দরখাস্তটি দাখিল করে রুলটি প্রাপ্ত হন। আসামী-দরখাস্তকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ আশরাফুল ইসলাম বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অপরদিকে, রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল ও বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট ফৌরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অত্র ফৌজদারী রিভিশন দরখাস্ত ও নথী পর্যালোচনা করলাম। আসামী-দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট এবং রাষ্ট্রপক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেটগণের যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম। **গুরুত্বপূর্ণ বিধায় ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট, টাংগাইল কর্তৃক জি. আর. মামলা নং- ৩৭৬(২)১৯৯৮ -এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৭.০৯.২০০২ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ** ***বাদী পক্ষের সংক্ষিপ্ত মামলাঃ-*** *অত্র মামলার এজাহারকারী বাদী মোঃ মহির উদ্দিন গত ১৯.০৯.৯৮ তারিখে এক আর্জি আদালতে দাখিল করে অভিযোগ করে যে, আসামী- ১। মোঃ আঃ মান্নান ২। মোঃ হেলাল উদ্দিন ৩। মোঃ দুলাল, যাদের মধ্যে হেলাল ও দুলাল বাদীর পুত্র। মান্নান তাদের বাহাম ভুক্ত।* *ঘটনার ১ম তারিখ ২৪.০৭.৯৮ ইং বাংলা ৯ই শ্রবন শুক্রবার সময় সকাল ১০.০০ টায় বাদীর বসত বাড়িতে অনধিকার অনুপ্রবেশ করে দক্ষিণ দরজা ঘর হতে ৪০ মত আউলা ধান মুল্য ১৪,০০০/- টাকা ও ২০ মন সিদ্ধ ধান মূল্য ৮,০০০/- টাকা, বিছুন ধান ৫ মণ মূল্য ২৫০০/- টাকা ও পশ্চিম দরজা ঘরের বারান্দা হতে স্যালো মেশিন মূল্য ১১,১০০/- টাকা ও হলারের মূল্য ৪০০০/- টাকা চুরি করে নিয়ে যায়। পশ্চিম দরজা ঘরে ঢুকে হাড়ি পাতিল ভেঙ্গে ২০০০/- টাকার ক্ষতি করে। বৃদ্ধ মাতা বাঁধা দিলে তাকে মারপিট করে।* *ঘটনার পরদিন ২য় তারিখ ২৫.০৭.৯৮ তারিখ সকাল ১০.০০ টার সময়ে আসামীগণ বাদীর বসত ঘরে অনধিকার প্রবেশ করে নালিতা গাছ মূল্য ৩০০০/- টাকা, আমগাছ মূল্য ২৫০০/- টাকা*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		তেতুল গাছ ২টি ৪০০০/- কড়ই গাছ ১টি মূল্য ৩০০০/- টাকা পিতরাজ একটি ৪০০০/- টাকা এর তারিখ ২৬.০৭.৯৮ তারিখে ১০০ টি বাঁশ এবং পশ্চিশ পাশে ৭৫টি গাছ মূল্য ১৩,১২৫/- টাকা কেটে নেয়। এতে সর্বমোট ৭১,১২৫/- টাকার ক্ষতি হয়। *কার্যক্রমঃ অত্র আর্জিটির উপর অনুসন্ধান করে FIR নেয়ার জন্য বিজ্ঞ আদালত ঘাটাইল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে আদেশ দিলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গত ০৩.১১.৯৫ তারিখে আর্জিতে বর্ণিত ৩ জন আসামীর বিরুদ্ধে দঃ বিঃ ৩৭৯/৩৮০/৪২৭ ধারায় মামলা রুজু করেন এবং নিজেই তদন্তভার গ্রহণ করেন।* *তদন্ত শেষে গত ৩০.০১.৯৯ তারিখে ঘাটাইল থানার অভিযোগ পত্র নং- ০৮ ধারা ৩৭৯/৩৮০/৪২৭ দঃ বিঃ মতে অভিযোগ পত্র দাখিল করেন। অভিযোগ পত্রটি আদালতে গৃহীত হলে গত ২৪.০২.৯৯ তারিখে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট লক্ষণ চন্দ্র দেবনাথের আদালতে বদলী হয় এবং তিনি গত ০৪.০৮.৯৯ তারিখে আসামীদের বিরুদ্ধে দঃ বিঃ ৩৭৯/৩৮০/৪২৭ ধারার অভিযোগ গঠন করেন। গঠিত অভিযোগ আসামীদেরকে পড়ে শুনানো হলে তারা নিজেদের নির্দোষ দাবী করে ও বিচার প্রার্থনা করে।* *রাষ্ট্র পক্ষ আদালতে বাদী তদন্তকারী অফিসারসহ মোট ৭ জন সাক্ষীকে উপস্থাপন করেন। আসামী সাক্ষীদেরকে জেরা করেন।* *পি, ডাব্লিউ- ৬ আবুল হোসেন অত্র মামলার চার্জ শীটের কোন সাক্ষী নন। সাক্ষ্য পর্ব শেষে আসামীদেরকে ফৌঃ কাঃ বিঃ ৩৪২ ধারায় পরীক্ষাকালে তারা নিজেদের নির্দোষ দাবী করে ও বিচার প্রার্থনা করে ও কোন সাফাই সাক্ষ্য দিবেনা মর্মে জানায়।* *গত ২৬.০৬.২০০১(অঃ) তারিখে আসামীপক্ষ লিখিত যুক্তিতর্ক দাখিল করেন।* ***<u>আসামী পক্ষের বক্তব্যঃ</u>*** *আসামী পক্ষের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হলোঃ- বাদীর পুত্র ফজলুল হক অবৈধভাবে বিবাহ করে সেই পুত্রের স্ত্রী খালেদাকে তালাক দেয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। ফলে খালেদা ও তার স্বামী খালেদার পিতার বাড়িতে গিয়ে উঠে ও বসবাস করতে থাকে। ফজলুল হক একটি (অস্পষ্ট) চাকুরী পায় কাগজপত্র গত ১৪.০৬.৯৮ তারিখে বাড়িতে আনতে গেলে বেলা পৌনে এগারটার সময় এই মামলার বাদী ও বাদিনীর ভাসুর জহুরা খাতুন, বাদীর স্ত্রী ও সামছুল হক দারুনভাবে*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		উক্ত ছেলেকে মারপিট করে ফলে সেই ছেলে মারা যায়। *বাদীর এই মামলা মিথ্যা। ছেলের মার্ডার কেসে এই মামলার আসামীগন সাক্ষী বিধায় তাদের বিরুদ্ধে অত্র মামলা দায়ের করে। বাঁশ গাছ আসামীদের বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয় নাই। সেখানে গাছ বিক্রি করে সেখান থেকেও কিছু উদ্ধার করে নাই। আসামীগন কথিত স্থানে ও তারিখ ও সময়ে কোনো ঘটনা ঘটায় নাই। মার্ডার কেস থেকে বাঁচার জন্য সাজানো মামলার মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়।* ***<u>মামলার বিচার্য বিষয়ঃ</u>*** *১। আর্জিতে বর্ণিত ঘটনার ৩টি তারিখ আসামীগণ বাদীর ঘর থেকে ধান, মেশিন ও বাদীর বাড়ি থেকে গাছ ও বাশ কেটে চুরি করেছে কিনা?* *২। আসামীগণ বাদীর বাড়ি হাড়ি পাতিল ভেঙ্গে ক্ষতি করেছে কিনা?* *৩। ঘটনার তারিখে উক্ত চুরি যাওয়া জিনিসগুলো বাদীর দখলে ছিল কিনা?* *৪। বাদীপক্ষ অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে কিনা?* ***<u>সাক্ষ্য পর্ব আলোচনা</u>*** *পি, ডাব্লিউ- ১ ডকে আসামী মান্নান, হেলাল. দুলালকে সনাক্ত করে এবং তার আর্জিকে এক্সি- ১ ও উহাতে তর টিপসই এক্সি- ১/১ সনাক্ত করে জানায় যে, ঘটনার তারিখ ২৪.০৭.৯৮ সকাল ১০.০০ টার সময় আসামীগন তার বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ করে। আসামীর সংখ্যা ১০/১২ জন। তার দক্ষিণ দরজা ঘরে ঢুকে আউলা ধান ৪০ মন দাম ১৪০০০/- টাকা। সিদ্ধ ধান (অস্পষ্ট) মন মল্য ৮০০০/- টাকা, বিছুনের ৫ মন, বীজ নেয় ২৫০০/- টাকা, বারান্দা থেকে হলার নেয় মেশিনের নাম সাইফিং ১২ ঘোড়া মূল্য ১৫০০০/- টাকা। বাদীর মা জবেদা খাতুন বাঁধা নিষেধ করে আসামীগণ জাবেদাকে মারধর করে। ২য় তারিখ ২৫.০৭.৯৮ তারিখ সকাল ৯.০০ টা থেকে ৩.০০ টা পর্যন্ত আসামীগন বাদীর বসত বাড়ির গাছ কাটে। নালিতা গাছ ১৮ হাত লম্বা ও ৫ হাত বেড় মূল্য ৩০০০/- টাকা, আমগাছ ৬ হা, বের লম্বা (অস্পষ্ট) হাত মূল্য ২৫০০/- টাকা তেতুল ৮ হাত লম্বা ৪ হাত বের, কড়ই গাছ নেয় একটি মূল্য ৩০০০/- টাকা পিতরাজ গাছ মূল্য ৪০০০/- টাকা নেয়।*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ঘটনার ৩য় তারিখ ২৬.০৭.৯৮ তারিখ সকাল ১০.০০ টা থকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত আসামীগণ বাদীর জমি থেকে ১০০ বাশ কেটে নেয়। মোট ১৭৫টি বাশ কেটে যার মুল্য (অস্পষ্ট) টাকা। সর্বমোট ৭১,১২৫/- টাকার ক্ষতি হয়। *আসামীগণ বাদীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করার সুযোগে এই সকল জিনিস চুরি করে।* *জেরায় পি, ডাব্লিউ- ১ স্বীকার করে যে, আসামী হেলাল ও দুলাল তার পুত্র। আসামী মান্নান মাদবরী করে একটু ফাঁকে। তার ছেলে ফজলুল হক হত্যা মামলার বাদী হাজত খেটে ছিল। মামলা নং- ২০৫(২)৯৮(অস্পস্ট)।* *জেরায় পি, ডাব্লিউ- ১ আরো জানায় যে, মার্ডার কেসে মাসখানেক হাজত খেটেছে। পি, ডাব্লিউ- ২ মোঃ ময়েজ উদ্দিন তার জবানবন্দিতে জানায় আসামী মান্নান, হেলাল, দুলাল, প্রথম তারিখ ২৪.০৭.৯৮ সকাল ১০.০০ টায়। আসামীগন বাদীর বাড়ি থেকে ধান, স্যালো মেশিন ভ্যানে করে বাড়ি নেয়। ধান অনুমান ৩০/৪০ মণ। ২৫.০৭.৯৮ তারিখে আসামীগণ তেতুল, পিতরাজ গাছ, বড়ই, আমগাছ, নারিকেল গাছ কেটে নেয়। সকাল ১০.০০ টা থেকে এই সর্ব গাছ কেটে নেয়।* *২৬.০৭.৯৮ রবিবার ৯/১০ টার দিকে বাশ কেটে নেয়। মহিরের মা নিষেধ করে। নিষেধ মানে নাই। পি, ডাব্লিউ- ২ দেখেছে। আসামীদের কার্যতায় বাদীর প্রায় ৬০/৬৫ হাজার টাকার ক্ষতি হয়। দারোগার কাছে সাক্ষ্য দেয়। পি, ডাব্লিউ-২ জেরায় জানায় মহির উদ্দিনের দুই পুত্র আসামী। পি, ডাব্লিউ- ২ আরো জানায় যে, (অস্পষ্ট) বাড়ি ডাকাতি মামলায় জেল খাটে নাই পরে বলে ১৯ মাস জেল খাটে।* *আসামী পক্ষ সাজেশন দেয় যে, আসামীগণ কোনো গাছ গাছরা কাটে নাই। মার্ডর কেসের আসামী নজরুল আরেক ভাই জলিলের কাছে ধান বিক্রয় করে।* *পি, ডাব্লিউ- ৩ জাবেদা খাতুন তার জবানবন্দিতে জানায় যে, মহিরদ্দীন তার ছেলে। তাদের নাম মান্নান, হেলাল দুলাল, তাদেরকে ডকে সনাক্ত করে। শ্রাবন মাসের ৯ তারিখে শুক্রবার আসামীগন ধান লুট করে নিয়ে যায়। দক্ষিণ দরজা ঘর থেকে ৪০ মণ আওলা , ২০ মন সিন্ধু ও ৫ মণ ধান নেয়। পশ্চিম ঘরের বারান্দা থেকে মেশিন নেয়। তাদেরকে বাঁধা দেয়।*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		পরের দিন আসামীগন আমগাছ, কড়াইগাছ, তেতুল গাছ, নালিতা গাছ ও পিতারাজ গাছ কেটে নেয়। আসামীগণ বাঁধা মানে নাই। তারপরের দিন আসামীগন বাঁশ ঝাড় থেকে ১০০টি বাঁশ ও অন্য একটি ঝোপ থেকে ৭৫টি বাঁশ কেটে নেয়। বাঁশ কাটার সময় বাঁধা দেয়। *জেরায় পি, ডাব্লিউ- ৩ ফজলুল হক নাতি। তাকে ছেলে নাতি এরা মারপিট করে। নাতীকে মেরে (অস্পষ্ট) জন্য তার পুত্র হাজত খাটে।* *আসামীপক্ষ সাজেশন দেয় যে, নাতি নজরুল, জালাল, ফারুক বাদীর বাড়ির ধান চাউল বিক্রয় করেছে।* *পি, ডাব্লিউ- ৩ জবানবন্দিতে জানায় যে, নাতি মারা গেছে এই নিয়ে কোনো ঝামেলা না করার জন্য বলেছে, কিন্ত আসামীগণ কেস করে।* *পি, ডাব্লিউ- ৩ বলেছে আসামীগন অনেক বলে আমার ছেলে এই মামলা করে।* *মোঃ আরফান আলী আসামীদেরকে ডকে সনাক্ত করেছে। ঘটনার ১ম তারিখ ২৪.০৭.৯৮ শুক্রবার সকাল ১০.০০ টায় স্যালো মেশিন ও ধান নিয়েছে। ২৫.০৭.৯৮ তারিখে শনিবার সকাল ১০.০০ টা থেকে ২/২$\frac{১}{২}$ টা পর্যন্ত আমগাছ, তেতুল, পিতরাজ, নারিকেল কেটে নেয়। তার পরদিন আসামীগন ঝোপ থেকে বাঁশ কেটে নেয়।* *জেরায় পি, ডাব্লিউ- ৪ জানায় যে, সে মহিরদ্দিন পাড়া প্রতিবেশী। সাজেশনে আসামী পক্ষ জানায় পি, ডাব্লিউ- ৪ এর চাচাত ভাই মার্ডার কেসের আসামী। হত্যা থেকে বাঁচানোর জন্য মিথ্যা মামলার মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়।* *পি, ডাব্লিউ- ৫ মোঃ শাহজাহানকে বাদী পক্ষ টেন্ডার ঘোষণা করে।* *আসামীপক্ষের জেরায় পি, ডাব্লিউ-৫ জানায় যে, মহিরউদ্দিনের অন্য ছেলে নজরুল, জালাল, ফারুক এরা ফজলুল হককে মারপিট করে হত্যা করে। ফজলুল হকের স্ত্রী বাদী হয়ে মামলা করে। এই আসামীগণ উক্ত মামলার সাক্ষী। মহির উদ্দিন নিজেই তার বাড়ির ধান বিক্রী করে, গাছ কাটে, বেপারী হুমায়ুন ক্রয় করে। হুমায়ুনকে জিজ্ঞাসা করলে সে মহির উদ্দিন এর কথা বলে। ধান বিক্রীর পরিমান ও তারিখ*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		মনে নেই। পি, ডাব্লিউ- ৬ আবুল হোসেন চার্জশীট ভুক্ত সাক্ষী নয়। জবানবন্দিতে জানান যে, তিনি দেউল বাড়ি ইউ, পি এর সাবেক চেয়ারম্যান। বাদী ও বিবাদীদেরকে চিনে। বাদীর নাম মহিউদ্দিন, বিবাদী মান্নান, হেলাল ও অপর জনের নাম মনে নেই। ঘটনার তারিখ ৯৮ সনের শেষের দিকে। *পি, ডাব্লিউ-৬ আরো জানান যে, তাকে ঘাটাইল থানার ওসি রাস্তা থেকে তুলে নেন। তাকে বলে যে, তদন্ত করে আসি। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখে এলাকার লোকজন আনুমানিক ২০/২৫ জন। আসামীগন ধান নিয়ে গেছে, ৫/৬টি গাছ ও বেশকিছু বাঁশ ও ১টি স্যালো মেশিন নিয়ে গেছে। গাছ ও বাঁশের মোথা দেখেছে।* *জেরায় পি, ডাব্লিউ-৬ জানায় যে, মহির উদ্দিন যে দিন তার ছেলেকে মারপিট করে ঐ দিন সে দেখে নাই। তার ছেলে হাসপাতালে মারা যায়। বাপ বেটা মারামারি করে শুনেছেন। ঘটনাস্থল থেকে পি, ডাব্লিউ- ৬ এর বাড়ি ১ কিঃ মিঃ এর কম। দারোগা তাকে কোনো কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে নাই। ঘটনার তারিখ বলতে পারবেনা। ওসি সাব আমাকে কত তারিখে ডেকে নেয় তার নির্দিষ্ট তারিখ বলতে পারবনা। আসামীপক্ষ সাজেশন দেয় যে, তাকে দারোগা সাক্ষী না মানা সত্ত্বেও বাদী পক্ষের পক্ষশ্রীত হয়ে এই মামলার সাক্ষ্য দিতে এসেছেন। তাকে কোনো তলব কিংবা সময় দেয়া হয় নাই।* *তদন্তকারী অফিসার মোঃ সানাউল্লাহ শেখ তার জবানবন্দিতে জানান যে, ০৩.১১.৯৮ তারিখে ঘাটাইল থানায় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। লিখিত অভিযাগ পেয়ে তিনি উক্ত তারিখে মামলা রুজু করেন। এফ.আই.আরকে এক্সি-২ ও উহাতে তার দস্তখত এক্সি-২/১ হিসেবে সনাক্ত করেন। তদন্তকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শন, সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে আসামীদের বিরুদ্ধে দঃ বিঃ ৩৭৯/৩৮০/৪২৭ ধারার অভিযোগ পত্র নং- ৮, তারিখ ৩০.০১.৯৯ দাখিল করেন। খসড়া মানচিত্র এক্সি-৩ দস্তখত এক্সি-৩/১ সুচীপত্রি এক্সি-৪, উহাতে দস্তখত এক্সি-৪/১, আদালতে সনাক্ত করেন।* *জেরায় তদন্তকারী অফিসার জানান যে, বাদী মহিরউদ্দিনের বিরুদ্ধে তার পুত্র হত্যার মামলা আছে। ঐ মামলার তদন্তকারী অফিসার ও অত্র মামলার তদন্তকারী অফিসার। উক্ত মামলার চার্জশীট দাখিল করেছেন। মার্ডার কেসটি আগে হয়।* *আসামী পক্ষ সাজেশন দেয় যে, অত্র মামলা সঠিকভাবে তদন্ত*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		করেন নাই, পিও-তে নিয়া সাক্ষী জবানবন্দি গ্রহন করেন নাই, মহির উদ্দিন নিজেই তার ধান বিক্রয় করে মিথ্যা মামলা করে, ইহা দ্বারা মার্ডার কেস এর খরচ নির্বাহ করে। সঠিকভাবে তদন্ত না করেই পক্ষাশ্রীত চার্জশীট দাখিল করেন। ***<u>সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারনঃ</u>*** *১। অত্র মামলার চাজশীট ভুক্ত সাক্ষীর সংখ্যা ৮ জন। তার মধ্যে সাক্ষী ইদ্রিস আলী ও নজরুল ইসলাম আদালতে সাক্ষ্য দিতে আসে নাই। অপরদিকে আদালতে সাক্ষ্য দিতে এসেছে মোট ৭ জন সাক্ষী। তার মধ্যে পি, ডাব্লিউ- ৬ আবুল হোসেন চার্জশীট ভুক্ত কোনো সাক্ষী নয়। এছাড়া পি, ডাব্লিউ- ৫ মোঃ শাহজাহান চার্জশীট ভুক্ত সাক্ষী হলেও সে বাদী পক্ষ কোনো সাক্ষ্য দেয় নাই। বরং বাদীপক্ষের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে। সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রকৃত পক্ষে বাদীর পক্ষের সাক্ষী সংখ্যা ৫ জন। পি, ডাব্লিউ- ১ বাদী নিজেই। পি, ডাব্লিউ- ৩ জবেদা খাতুন বাদীর মাতা। তবে পি, ডাব্লিউ- ২ পি, ডাব্লিউ- ৪ মোটামোটি নিরপেক্ষ সাক্ষী।* *২। সাক্ষী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আসামীপক্ষের বক্তব্য হলো বাদীর বিরুদ্ধে তার পুত্র হত্যা মামলার এই আসামীগণ সাক্ষী বিধায় তাদেরকে এই মামলার আসামী করা হয়েছে। অপরদিকে বাদীপক্ষের বক্তব্য হলো বাদী মহির উদ্দিন হাজতে থাকায় সুযোগ এই আসামীগন তার দখলীয় ধান, স্যালোমেশিন, গাছ আসামীরা কেটে চুরি করে।* *৩। তদন্তকারী অফিসারের তদন্ত প্রতিবেদনের ভিতর লিখেছেন ২৪.০৭.৯৮ তারিখ ১০.০০ টায় আসামীগণ ধান ও স্যালোমেশিন ২৫.০৭.৯৮ তারিখ সকাল ৯.০০ টায় বিভিন্ন জাতের গাছ কেটে নেয় এবং ২৬.০৭.৯৮ তারিখ বাদীর বাড়ির বাঁশ ঝাড়ের বহু বাঁশ কেটে নেয় তাতে সর্বমোট ২৮,৫০০/- টাকা ক্ষতি করেছে। যদি বাদীর আর্জি মতে মোট ক্ষতির পরিমান ৭১,২২৫/- টাকা।* *৪। সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, বাদীর আর্জি মতে বাদীর বাড়ির পাতিল ভেঙ্গে আসামীরা বাদীর ২০০০/- টাকা যে ক্ষতির কথা বাদী উল্লেখ করেছে, তা বাদীপক্ষের সাক্ষীদের দ্বারা তা সমর্থিত হয় নাই।* *৫। তবে সাক্ষীদের সাক্ষ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত ধান, স্যালোমেশিন ও গাছপালা কেটে নেয়ার*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অভিযোগটি সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা সমর্থিত। *৬। এমতাবস্থায় দেখা যায় যে, বাদীপক্ষ আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত দঃ বিঃ ৩৭৯/৩৮০ ধারায় অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করতে সক্ষম হয়েছে।* ***সিদ্ধান্তঃ*** *আসামীদের বিরুদ্ধে দঃ বিঃ ৩৭৯/৩৮০ ধারার অভিযোগ বাদীপক্ষ সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করতে সক্ষম হওয়ায় তাদের সাজা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। তবে আসামীদের পিসি/পিআর বিধায় তাদেরকে লঘু শাস্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো।* ***আদেশঃ*** *অতএব, আদেশ হলো যে, অত্র জি. আর. নং- ৩৭৬(২)৯৮ মামলার বাদীপক্ষ আসামী- ১। মোঃ মান্নান, ২। মোঃ হেলাল উদ্দিন ও ৩। মোঃ দুলাল উদ্দিন এর বিরুদ্ধে আনীত দঃ বিঃ ৩৭৯ ও ৩৮০ ধারার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করতে সক্ষম হওয়ায় ফৌঃ কাঃ বিঃ ২৪৫(২) ধারার বিধান সাপেক্ষে আসামীদেরকে দঃ বিঃ ৩৭৯ ধারার অপরাধের জন্য প্রত্যেককে ০৬ (ছয়) মাসের সশ্রম কারাদন্ড ও দঃ বিঃ ৩৮০ ধারার অপরাধের জন্য প্রত্যেককে ০১ (এক) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড ও প্রত্যেককে ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা জরিমানা অনাদায়ে প্রত্যেককে আরো ০৬ (ছয়) মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ডের আদেশ দেয়া হলো। আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত দঃ বিঃ ৪২৭ ধারা অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে বাদীপক্ষ প্রমান করতে সক্ষম না হওয়ায় ফৌঃ কাঃ বিঃ ২৪৫(১) ধারায় উক্ত ধারার অভিযোগ হতে আসামীদের খালাস দেয়া হলো।* *স্বা/- অস্পষ্ট* *০৭.০৯.২০০২* *মোঃ সামসুল আরেফিন* *১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট,* *টাংগাইল।* **গুরুত্বপূর্ণ বিধায় অতিরিক্ত দায়রা জজ, প্রথম আদালত, টাংগাইল কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মামলা নং- ১৪২/২০০২-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৪.০৯.২০০৩ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ** *বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের বিগত ০৭.০৯.২০০২ ইং তারিখের রায় ও সাজার আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে নিম্নরূপ হেতুবাদে এই ক্রিমিনাল আপীল মোকদ্দমাটি আনীত হয়।*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		হেতুবাদ *১। বিজ্ঞ নিম্ন আদালত ভ্রম ও ভাবাবেগের বশবর্তী হয়ে বাদী পক্ষে পক্ষাশ্রিত হয়ে আসামী আপীলকারীগণের বিরুদ্ধে বেআইনী রায় ও সাজার আদেশ দিয়েছেন।* *২। আসামী আপীলকারীগণের দখল ও নিয়ন্ত্রন থেকে কোন মালামাল উদ্ধার হয়নি, কোন দেখা সাক্ষী নেই এবং বাদীপক্ষ তার অভিযোগ প্রমানে ব্যর্থ হয়েছেন। তদসত্ত্বেও বিজ্ঞ নিম্ন আদালত আসামী আপীলকারীগণের বিরুদ্ধে মনগড়া রায় প্রদান করেছেন। সে কারণে তর্কিত রায় ও সাজার আদেশ রদ রহিত ক্রমে, ক্রিমিনাল আপীল মঞ্জুর ক্রমে মুল ফৌজদারী মামলার অভিযোগের দায় থেকে সকল আসামীকে অব্যাহতির প্রার্থনা করেন।* ***ক্রিমিনাল আপীল মামলার ইস্যু*** *১। বিজ্ঞ নিম্ন আদালতে বিগত ০৭.০৯.২০০২ ইং তারিখের তর্কিত রায় ও সাজার আদেশ ক্রিমিনাল আপীলের হেতুবাদ মুলে রক্ষনীয় কিনা?* *২। সকল আসামী আপীলকারীগণ আপীলের হেতুবাদ মুলে প্রার্থীত প্রতিকার পেতে হকদার কিনা?* ***যুক্তিসহ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত*** ***ইস্যু নং- ১/২ঃ*** *উভয় ইস্যু পরস্পর নির্ভরশীল হওয়ায় আলোচনার সুবিধার্থে আলোচনার জন্য একত্রে গ্রহন করা গেল। বিগত ১৭.০৯.২০০৩ ইং যুক্তি শুনানীর তারিখে আসামী আপীলকারীগণের বিজ্ঞ কৌসুলী এই আপীল আদালতে যুক্তি শুনানীর জন্য হাজিরা দাখিল করলেও আদালতে হাজির ছিলেন না। ফলে পুনঃ পুনঃ ডাকা সত্বেও উক্ত বিজ্ঞ কৌসুলীকে আদালতে হাজির পাওয়া যায়নি। ফলে রাষ্ট্র রেসপনডেন্ট পক্ষে বিজ্ঞ এ, পি, পি এর যুক্তি শুনানী অন্তে মামলার গুনাগুনের ভিত্তিতে রায় ঘোষণার জন্য দিন ধার্য্য হয়। এ কারনে আপীলের হেতুবাদকে আসামী আপীলকারী পক্ষের যুক্তি মর্মে গন্য করা গেল।* *আপীলের হেতুবাদে দেখা যায় বিজ্ঞ নিম্ন আদালত ভ্রমে পতিত হয়ে ভাবাবেগের বশবর্তী হয়ে, বাদী পক্ষে পক্ষাশ্রিত হয়ে মামলা প্রমানিত না হওয়া সত্বেও এবং আলামত উদ্ধার না হওয়া সত্বেও দেখা সাক্ষী না থাকা সত্বেও আসামী আপীলকারীগণকে বেআইনীভাবে সাজা প্রদান করেছেন। তাই তর্কিত রায় ও সাজার আদেশ রদ রহিত পূর্বক*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		তিনজন আসামী আপীলকারীকে সাজার দায় থেকে অব্যাহতির প্রার্থনা করেন। *অন্যদিকে রাষ্ট্র পক্ষের বিজ্ঞ এ, পি, পি, নিবেদন করেন বিজ্ঞ নিম্ন আদালত ভাবাবেগে কিংবা পক্ষাশ্রিত কিংবা ভ্রমে পতিত হন নাই। বরং রাষ্ট্র পক্ষের ৭ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে তিনজন আসামী আপীলকারীকে দঃ বিঃ আইনের ৩৭৯ ধারায় প্রত্যেককে ০৬ (ছয়) মাস করে এবং দিঃ বিঃ আইনের ৩৮০ ধারায় তিন জন আসামী আপীলকারীর প্রত্যেককে এক বছর করে সশ্রম কারাদন্ড ও প্রত্যেক আসামীকে একহাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ০৬ (ছয়) মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ডের আদেশ প্রদান করেন। তিনি নিবেদন করেন বিজ্ঞ নিম্ন আদালত আসামীদের প্রতি দয়া প্রদর্শন পূর্বক স্বল্প মেয়াদের সাজা প্রদান করেন। তিনি নিবেদন করেন আপীলের হেতুবাদ সঠিক নহে এবং আপীল মঞ্জুর করার কোন কারন নেই। তিনি আরো নিবেদন করেন দেখা সাক্ষী রয়েছে। তিনি নিবেদন করেন বিজ্ঞ নিম্ন আদালত সাক্ষ্য প্রমানের আলোকে যে রায় ও সাজার আদেশ দিয়েছেন তাহা যুক্তিযুক্ত বিধায় তাহা হস্তক্ষেপ করার কোন কারন নেই।* *আপীলের হেতুবাদসহ রাষ্ট্র পক্ষের যুক্তির আলোকে বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের বিগত ০৭.০৯.২০০২ ইং তারিখের রায়সহ সাক্ষ্য প্রমান পর্যালোচনায় দেখা যায় বিজ্ঞ নিম্ন আদালত সাক্ষ্য প্রমানের ভিত্তিতে ৩ জন আসামী আপীলকারীকে দয়া প্রদর্শন পূর্বক নুন্যতম সাজা প্রদান করেছেন। রায় ও সাজার আদেশ সাক্ষ্য প্রমান নির্ভর হওয়ায় তাহা যেমন রক্ষনীয়, তেমনি আপীলের হেতুবাদ যুক্তিযুক্ত না হওয়ায় এবং আসামী আপীলকারী এবং তাদের নিয়োজিত বিজ্ঞ কৌসুলী আপীল শুনানীর বিষয়ে অবহেলা বিদ্যমান থাকায়, সার্বিক বিচারে আসামী আপীলকারীগণ তাদের আপীল মামলা প্রমানে সক্ষম না হওয়ায় প্রার্থীত প্রতিকার পেতে হকদার নহে। বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের রায় ও সাজার আদেশ সঠিক হওয়ায় তাহা হস্তক্ষেপ যোগ্য নহে। ফলে উভয় ইস্যুর সিদ্ধান্ত আসামী আপীলকারীগনের বিপক্ষে এবং রাষ্ট্র রেসপনডেন্টের অনুকুলে প্রদান করা গেল।* *অতএব,* *হুকুম হয় যে,* *এই ক্রিমিনাল আপীল মোকদ্দমাটি দো-তরফা সূত্রে প্রতিদ্বন্দ্বি রাষ্ট্র রেসপনডেন্ট এর বিরুদ্ধে নামঞ্জুর করা গেল। বিজ্ঞ নিম্ন*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আদালতের জি, আর, ৩৭৬(২)৯৮ নং মেকদ্দমায় মোঃ শামছুল আরেফিন, বিজ্ঞ প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেট, টাংগাইল কর্তৃক বিগত ০৭.০৯.২০০২ ইং তারিখের রায় ও সাজার আদেশ আইনানুগ হওয়ায় তাহা পূর্বের ন্যায় বহাল ও বলবৎ করা গেল। আসামী আপীলকারীগনের পূর্বের জামিনাদেশ বাতিল করা গেল। আসামী আপীলকারীগনকে এই আপীল আদালতে নহে বরং বিজ্ঞ নিম্ন আদালতে স্বত্বর স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পন করার নির্দেশ দেওয়া গেল। *এই রায়ের অনুলিপিসহ মুল নথি বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, টাংগাইল এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ নিম্ন আদালতে সত্বর প্রেরণ করা হোক।* *আমার উক্তি মতে লেখা ও সংশোধিতঃ* ***স্বা/- কাজী এ,এম, জয়নাল আবেদীন অতিরিক্ত দায়রা জজ, প্রথম আদালত, টাংগাইল।*** ***স্বা/- কাজী এ,এম, জয়নাল আবেদীন ২৪.০৯.২০০৩ অতিরিক্ত দায়রা জজ, প্রথম আদালত, টাংগাইল।*** **স্বীকৃতমতেই, অত্র আসামী-দরখাস্তকারী দুলাল অত্র মামলার এজাহারকারী বাদী মোঃ মহির উদ্দিন এর ছেলে। অর্থাৎ পিতা তার নিজ পুত্রের বিরুদ্ধে ধান চুরি ও তেতুল, করই, আম, কাঠাল গাছ কেটে নেওয়ার মামলা করে। ঘটনা সত্য হলেও কোন পিতা তার সন্তানের বিরুদ্ধে এমনতর মামলা করতে পারে না।** **নথিদৃষ্টে প্রতীয়মান যে, অত্র মামলার এজাহারকারী মোঃ জহির উদ্দিন অত্র মামলার আসামী মান্নান এর ছেলে ফজলুল হক হত্যা মামলায় আসামী ছিলেন এবং উক্ত মামলায় তিনি জেল খেটেছিলেন। সুতরাং এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, আসামী মান্নানের ছেলে হত্যা মামলায় জেল খাটার কারণে এজাহারকারী অত্র মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে। প্রসিকিউশন পক্ষের সকল সাক্ষ্য পর্যালোচনায় এটি প্রতীয়মান যে, অত্র দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রসিকিউশন পক্ষ প্রমাণ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।** ***এজাহারকারী নিজ পুত্র দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে অত্র মিথ্যা মোকদ্দমাটি দায়ের করেছে প্রতীয়মান। বিজ্ঞ বিচারিক এবং আপীল আদালত সঠিকভাবে সাক্ষ্য পর্যালোচনা ব্যতিরেকে তর্কিত রায় প্রদান করেছেন যা হস্তক্ষেপ যোগ্য। অত্র রুলটি চুড়ান্ত যোগ্য।*** অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র রুলটি চুড়ান্ত করা হলো। বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, ১ম আদালত, টাংগাইল কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মামলা নং- ১৪২/২০০২-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৪.০৯.২০০৩ তারিখে তারিখের রায় ও আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হল।

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অত্র মামলার আসামী দরখাস্তকারী- মোঃ দুলাল উদ্দিন, পিতা- মহির উদ্দিন ওরফে মহিজ উদ্দিন, সাং- উত্তর খিলগাতি, থানা- ঘাটাইল, জেলা- টাংগাইলকে দন্ডবিধির ৩৭৯/৩৮০ ধারার অপরাধের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো। দরখাস্তকারী এবং তার জামিনদারদেরকে জামিননামার দায় হতে অব্যাহতি দেওয়া হলো। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধঃস্ত আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।